

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম

পরিচালনায়ঃ বায়োমেডিকেল ফিজিওলজি এন্ড টেকনোলজি বিভাগ
বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত



এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ জনগনের কাছে এমবিবিএস
ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে
পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টায়

আপনিও হতে পারেন একজন সহযোদ্ধা



সারা বাংলাদেশে ইউনিয়ন ভিত্তিক টেলিমেডিসিন
সেবাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা
আহ্বান করা হচ্ছে



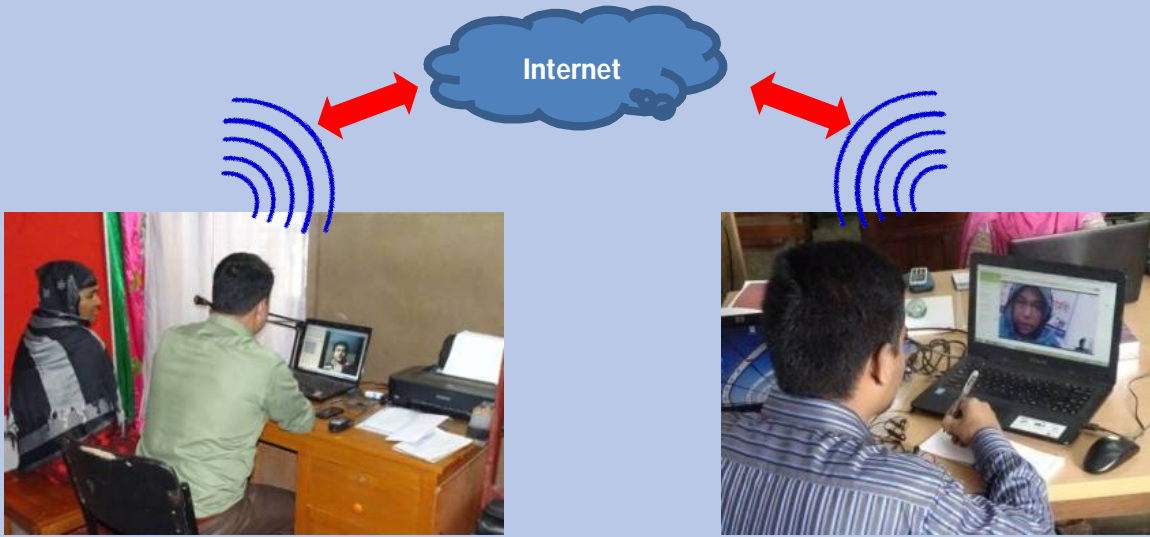
সহযোগিতায়ঃ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম

আপনার এলাকার সাধারণ
মানুষের কাছে উন্নত
চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার
উদ্দেশ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
টেলিমেডিসিন কার্যক্রমের
উদ্যোক্তা হতে চাইলে এ
পুস্তিকাটি ভালভাবে পড়ে
নিন এবং শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া
পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদন
করুন

টেলিমেডিসিন কি?

সহজ অর্থ - দূর থেকে চিকিৎসাসেবা। যেখানে ডাক্তার নেই এমন প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের টেলিমেডিসিন ক্লিনিক থেকে একজন রোগী আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্য শহর, এমনকি বিশ্বের যেকোন জায়গায় থাকা একজন এমবিবিএস বা তারও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের থেকে চিকিৎসা-পরামর্শ নিতে পারবেন। সামনা সামনি একজন ডাক্তারের কাছ থেকে যে পরামর্শ পাওয়া যায় তার প্রায় কাছাকাছি সুবিধা দিতে পারে টেলিমেডিসিন, যদিও প্রযুক্তিগত কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবে।



স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে এমার্জেন্সী অবস্থায়, অর্থাৎ কাটা-ছেঁড়া হলে বা হার্ট অ্যাটাক হলে এ ব্যবস্থায় চিকিৎসা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রোগীর সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণ হলেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে কিনা বা হাসপাতালে নেয়ার মত জরুরী কিনা তা টেলিমেডিসিনে ডাক্তারের পরামর্শে বোঝা যাবে।

গ্রামে যেহেতু কোন শিক্ষিত ডাক্তারই নেই, তাই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষকে উন্নত চিকিৎসা দিতে পারে টেলিমেডিসিন – এটি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আর এরই একজন অগ্রপথিক হতে পারেন আপনি। গ্রামের সাধারণ মানুষকে এ সেবা দেয়ার পাশাপাশি সামান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন আপনি।

আপনার যদি অনুমোদনপ্রাপ্ত ফার্মেসী থাকে তবে আপনার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে সুবিধা হবে।

কিভাবে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হবে?

টেলিমেডিসিন ক্লিনিকে আপনি একজন প্রশিক্ষিত অপারেটর নিয়োগ দেবেন, আর আমরা আমাদের কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমবিবিএস ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ দেব। রোগী ক্লিনিকে এলে অপারেটর প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীর প্রাথমিক তথ্য যেমন- নাম, বয়স, ওজন, শরীরের তাপমাত্রা, ব্লাড প্রেসার, ডায়বেটিসের মাত্রা, পূর্বের কোন প্রেসক্রিপশন বা যে কোন রিপোর্ট, ইত্যাদি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে আপলোড করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শহরের ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোগীর সংযোগ স্থাপন করে দেবেন। অন্য প্রান্ত থেকে ডাক্তার সব পাঠানো তথ্য দেখে ও রোগীর সাথে কথা বলে তার সকল সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারবেন।

ডাক্তার যদি স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট স্থানের শব্দ শুনতে চান তবে অপারেটর রোগীর শরীরের সেসব স্থানে আমাদের তৈরী ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ ধরবেন, ডাক্তার প্রয়োজনে রোগীকে শ্বাস নিতে বা ছাড়তে বলবেন, সাথে সাথে ডাক্তার সে শব্দ শুনতে পাবেন। তেমনি ডাক্তারের নির্দেশমত আমাদের তৈরী শ্বাস প্রশ্বাস পরিমাপ-যন্ত্রের প্রোবটি রোগীর ফুসফুসের বিভিন্ন স্থানে অপারেটর ধরবেন, সাথে সাথে ডাক্তারের কম্পিউটারের পর্দায় শ্বাস প্রশ্বাস পরিবর্তনের চিত্র ও হার ফুটে উঠবে, যেখান থেকে তিনি রোগ নির্ণয় করতে পারবেন। প্রয়োজনে ডাক্তার রোগীর হৃৎপিণ্ডের ইসিজি নিতে বলবেন। ইন্টারনেটে তথ্য পাঠানোর জন্য আমাদের তৈরী ইসিজি যন্ত্রটির ইলেকট্রোডগুলো শরীরের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে স্থাপন আমাদের তৈরী সফটওয়্যার চালু করবেন অপারেটর। সাথে সাথে ইসিজির গ্রাফগুলো ফুটে উঠবে অপারেটর ও দূরের ডাক্তার – দুজনের পর্দাতেই। প্রয়োজনে হৃদরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে ইমেইলের মাধ্যমে গ্রাফগুলো পাঠিয়ে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে আনবেন তিনি।

রোগীর ত্বকের কোন অংশে সমস্যা হলে অপারেটর ঐ স্থানের ছবি আমাদের তৈরী করা ডিজিটাল ইমেজিং যন্ত্রের মাধ্যমে তুলে ডাক্তারের কেন্দ্রে আগেই পাঠিয়ে দিলে রোগী দেখার সময় ডাক্তার তা দেখে নিতে পারবেন।

নিজস্ব উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম’

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়ার অনুমোদন নিয়ে নিজস্ব উদ্ভাবিত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রযুক্তি নিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিওলজি এন্ড টেকনোলজী বিভাগ থেকে টেলিমেডিসিন সেবা শুরু করেছি। আমাদেরকে সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রাম। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ সেবাকে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নীচে আমাদের উদ্ভাবিত ও তৈরী কিছু যন্ত্রপাতির বর্ণনা দেয়া হল যেগুলো এখন টেলিমেডিসিনে সংযুক্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও যন্ত্রপাতি যোগ করা হবে, এর জন্য গবেষণা চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ

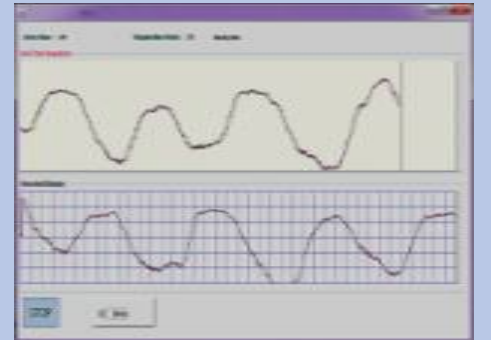
আমাদের উদ্ভাবিত ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে ডাক্তার দূরে থেকেই রোগীর শরীরের ভিতরের শব্দ শুনতে পারবেন। এ জন্য ডাক্তারের নির্দেশে অপারেটর রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টেথোস্কোপটি ধরবেন এবং রোগী



ডাক্তারের কথামত শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন বা অন্য কাজ করবেন। ইন্টারনেট স্পীড ভাল না থাকলে কয়েক সেকেন্ডের শব্দ রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিলে ডাক্তার ভালভাবে শব্দটি শুনতে পাবেন।

ফুসফুসের ও শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাপ

আমাদের উদ্ভাবিত অপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস এর তারতম্যের পরিমাণ ও প্রতি মিনিটে রোগী ক’বার শ্বাস নিচ্ছেন তা সাথে সাথেই ডাক্তার তার কম্পিউটারের পর্দায় দেখতে পাবেন। শিশুদের নিউমোনিয়া রোগে এ পরিমাপটি খুব জরুরী, কিন্তু শিশু কেঁদে ফেললে সব পরিমাপ ভন্ডুল হয়ে যাবে। তাই আমরা এমন একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছি যেখানে শিশুর মা একটি নরম প্যাড হাতে পরে শিশুর বুকে বা পিঠে ধরে রাখবেন – কম্পিউটারে তার পরিমাপ চলে আসবে, এতে শিশু কাঁদবে না। এ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ইম্পিড্যান্স এর একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।



হৃদরোগে ইসিজির সরাসরি পরিমাপ

রোগীর হৃদরোগের সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে ইসিজি (ECG) করা যাবে আমাদের নিজস্ব ডিজাইনে তৈরী কম্পিউটারাইজড ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে। টেলিমেডিসিন অপারেটর রোগীর শরীরে নির্দিষ্ট স্থানে ইলেকট্রোড সংযোগ করে যন্ত্রটি কম্পিউটারে যুক্ত করে সফটওয়্যার চালিয়ে দেবেন,



দূরের ডাক্তার তার কম্পিউটারের পর্দায় তা দেখতে পাবেন, এবং সাথে সাথেই। প্রয়োজনে ইমেইলের মাধ্যমে ইসিজির ছবি হৃদপিণ্ডের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অল্প সময়ে রিপোর্ট আনিয়ে দিতে পারবেন। নীচের ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক রোগীর ইসিজি সরাসরি দূরের অপর একটি কম্পিউটারে চলে যাচ্ছে।

আবার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ইমেইল বা কাগজে প্রিন্ট করে পাঠাবার জন্য একসাথে ১২টি লীডের ইসিজিই এক পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা যায়, এবং তার একটি উদাহরণ পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হল।



এ ব্যবস্থায় রোগীর সমস্ত তথ্য এবং ইসিজির গ্রাফ ইত্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে। ভবিষ্যতে যদি একই রোগী সমস্যা নিয়ে আসে তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আগের ইসিজির সাথে বর্তমান ইসিজি তুলনা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

আমাদের দেশে বর্তমানে হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিটি মানুষের সুস্থ অবস্থায় ইসিজি রেকর্ড করে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞের জন্য রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। কারণ অনেক সময়েই তাৎক্ষণিক ইসিজি দেখে সমস্যা সনাক্ত করা যায় না।

BiBeat LTD.

ECG Report

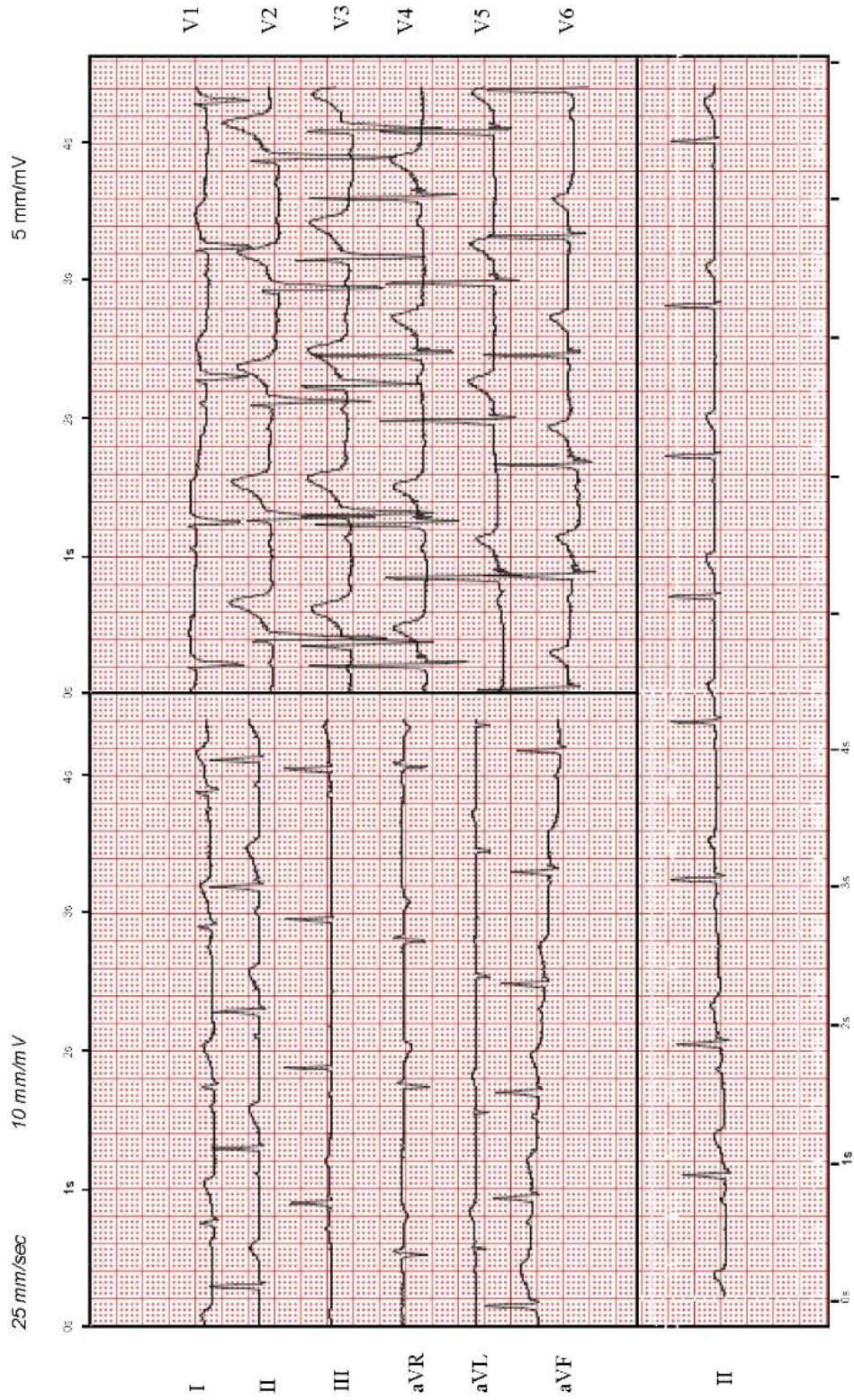
Patient ID : 1

Patient Name : null

Sex: Female

Age: 0

Wednesday 01 July 2015



Designed and Developed by: Banglamed

চর্মরোগের চিকিৎসায় ডিজিটাল ইমেজিং সিস্টেম

আঁকা-বাঁকা করা যায় এমন ফ্লেক্সিবল স্ট্যান্ড এর উপরে একটি হাই রেজুলেশনের উচ্চ মান সম্পন্ন ওয়েবক্যাম ব্যবহার করে আমরা এ যন্ত্রটি ডিজাইন করেছি। এর সাহায্যে ত্বকের রোগের উচ্চ মান সম্পন্ন ছবি তুলে দূরের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি তা দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

এ ছাড়াও এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে রোগীর এক্স-রে ফিল্মের ছবি, আলট্রাসাউন্ড যন্ত্রের পর্দার ছবি, হাতে লিখা অন্য প্রেসক্রিপশন, ও রিপোর্ট, ইত্যাদির ছবি তুলে দূরের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন।



প্রেসক্রিপশন

রোগীর সকল তথ্য বিবেচনা করে ডাক্তার ইন্টারনেটের মাধ্যমেই প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিবেন যা টেলিমেডিসিন অপারেটর প্রিন্ট করে সাথে সাথেই রোগীকে দিতে পারবেন। রোগীর সকল তথ্য আমাদের কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে, যা একই রোগীর পরবর্তী চিকিৎসায় ডাক্তার দেখতে পারবেন, ভাল চিকিৎসা দিতে তা সহায়ক হবে।

অন্যান্য টেলিমেডিসিন প্রকল্পের থেকে পার্থক্য

বাংলাদেশে দেয়া অনেক টেলিমেডিসিন প্রকল্প রোগী ও চিকিৎসক কেবলমাত্র ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। এর মাধ্যমে রোগীর অবস্থা ডাক্তার যথেষ্ট ভালভাবে বুঝতে পারেন না। রোগীর অবস্থা ভালভাবে বোঝার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সঙ্কেত পাঠানো যায় এমন ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ, ইসিজি যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাপের যন্ত্র, ডিজিটাল ইমেজিং যন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগে এ যন্ত্রগুলো নিজেরাই উন্নয়ন করেছি যা বিদেশী যন্ত্রের থেকে অনেক কম দামে তৈরী করে সরবরাহ করছে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বাইবিট লিমিটেড। আমাদের প্রোগ্রামে এ যন্ত্রগুলো থাকায় দূর থেকে হলেও ডাক্তারের পক্ষে ভালভাবে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি কিভাবে এ সেবা দিতে পারবেন?

আপনি একটি টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র চালু করবেন যার মাধ্যমে আপনার নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের কাছে আমাদের নিয়োগ করা যথাযথ প্রশিক্ষিত ডাক্তারের উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে পারবেন। এর জন্য কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ এবং কমপক্ষে এইচএসসি পাশ একজন অপারেটর আপনাকে নিয়োগ দিতে হবে। টেলিমেডিসিনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য আমাদের নিয়োগ করা প্রযুক্তিবিদ ও ডাক্তারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেব। প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষায় পাশ করলে তাকে একটি প্রত্যয়নপত্র দেয়া হবে। এরপর তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা জেলার সিভিল সার্জনের কাছ থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে যে তিনি উল্লেখ করা নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিচালনা করে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সেবাদানের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ প্রত্যয়ন পাবার জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহযোগিতা করব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগে এসে প্রশিক্ষণ নিতে হবে নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে (বর্তমানে তিন দিনের প্রশিক্ষণে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা নেয়া হচ্ছে)।

টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শ দেয়ার জন্য যোগ্য ডাক্তারের ব্যবস্থা আমরা করব। মহিলাদের বিভিন্ন রোগ এর জন্য বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তারও আমাদের সাথে রয়েছে।

এ সেবা দেয়ার জন্য সেবাকেন্দ্রে কম্পিউটার ও কিছু চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আপনাকে কিনতে হবে যার একটি ধারণা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হল। তবে অবশ্যই সেখানে ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। ওজি বা তৃতীয় জেনারেশন ইন্টারনেট হলে ভাল হয়। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ না থাকলে ল্যাপটপের নিজস্ব ব্যাক-আপের পাশাপাশি ইউপিএস বা আইপিএস থাকলে ভাল হয়। বিদ্যুৎ একেবারেই নেই কিন্তু ইন্টারনেট আছে এমন জায়গায় জেনারেটর দিয়ে কেন্দ্র চালানো যেতে পারে। চাইলে আমরা সৌর বিদ্যুৎ বা মানুষচালিত জেনারেটর দিয়েও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইতিমধ্যেই কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি থাকলে সে খরচগুলো আর লাগছে না।

যদি আপনার নিকট ল্যাপটপ / কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট কানেকশন থেকে থাকে তাহলে শুধুমাত্র টেলিমেডিসিনের একজন উদ্যোক্তা হতে আপনার যে খরচ হবে:

জিনিসের নাম	সম্ভাব্য মূল্য, টাকা
সফটওয়্যার (৫ বছরের জন্য লাইসেন্স)	২০,০০০
ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ (সফটওয়্যার সহ)	১০,০০০
টেলিমেডিসিন অপারেটর ট্রেনিং (জনপ্রতি)	৫,০০০
ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র (অটোমেটিক/ ম্যানুয়াল)	২,২০০/১,২০০
ব্লাড গ্লুকোজ, হেমোগ্লোবিন ও কলেস্টরল মাপার যন্ত্র	৪,০০০
ওজন মাপার যন্ত্র	১,২০০
থার্মোমিটার	৫০
মোট (প্রায়)	৪১,৫০০

অর্থাৎ মাত্র ৪১,৫০০ টাকা খরচ করেই আপনি একজন টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হতে পারছেন।

এছাড়াও আপনি অতিরিক্ত আরও কিছু চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করতে পারেন। যেমনঃ

জিনিসের নাম	সম্ভাব্য মূল্য, টাকা
ডিজিটাল ইসিজি যন্ত্র (সফটওয়্যার সহ)	৩০,০০০
স্ট্যান্ডসহ ডিজিটাল ইমেজিং সিস্টেম (সফটওয়্যার সহ)	১৮,০০০
ডিজিটাল শ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাপ যন্ত্র (সফটওয়্যার সহ)	১৫,০০০
এক্স-রে ভিউবক্স	২,০০০

মানুষকে সেবা দিয়ে আপনার জীবনকে ধন্য করার সুযোগ গ্রহণ করুন

আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি আধুনিক চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত। আপনার ইউনিয়ন পর্যায়ে বা কয়েকটি গ্রামের সংযোগস্থলে আপনি এই সেবা দিয়ে আপনার এলাকার মানুষদেরকে সেবা দিয়ে তাদের ভালবাসা ও সম্মান পেতে পারবেন, যা অমূল্য।

আর্থিক দিক

রোগীকে সেবা দেয়াই হবে আপনার ও আমাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এ সেবা চালু রাখার উদ্দেশ্যে রোগীর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিতে হবে। সাধারণ চিকিৎসা-পরামর্শের জন্য প্রতি রোগীর কাছ থেকে আপনি আমাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি নির্ধারিত ফি নেবেন যার থেকে আপনাদের ও আমাদের খরচ (ডাক্তারের বেতন সহ) উঠে আসবে। (রোগী প্রতি এ ফি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা হতে পারে)। এছাড়া ইসিজি, শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত পরীক্ষার জন্য আপনি আলাদা চার্জ নিতে পারবেন। আমাদের ধারণায় দিনে ৮/১০ জন রোগী হলে আপনি এক বছরেরও কম সময়ে প্রাথমিক বিনিয়োগের টাকা উঠিয়ে নিতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি ড্রাগ লাইসেন্স নিয়ে ঔষধ বিক্রী করে ও কম্পিউটার সার্ভিস দিয়ে বাড়তি আয় করতে পারবেন।

পুস্তিকাটি পড়ার পর আপনি যদি মনে করেন যে টেলিমেডিসিন উদ্যোক্তা হবার যথাযথ যোগ্যতা এবং আগ্রহ আপনার আছে তবে আমাদের মূল ওয়েবসাইটে (www.bmpt.du.ac.bd/Telemedicine) গিয়ে আবেদন ফর্মটি পূরণ করে জমা দিন।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইলঃ telemedicine@bmpt.du.ac.bd, মোবাইল: ০১৭৩৫৬৯৮৩৬৩